৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১৫ আশ্বিন – ২১ আশ্বিন, ১৪২৮ ঃ ২ অক্টোবর – ৮ অক্টোবর, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 49, 2 OCTOBER - 8 OCTOBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর জো বাইডেনের

এই প্রথম সাক্ষাৎ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। তাও আবার যখন এশিয়ার আকাশে আফগানিস্তান ক্ষত দগদগ করছে। তবু বাইডেনের মতে ভারত আমেরিকার মধ্যে শুরু হল সম্পর্কের নতুন অধ্যায়। ভবিষ্যত বলবে সুফল মিলবে কিনা।

রবিবার : ফের বঙ্গোপসাগরে আবির্ভাব আর এক ঘূর্ণি ঝড় গুলাবের

এবং পতন ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মাঝামাঝি উপকূলে। প্রবল বৃষ্টি নিয়ে গুলাব ছুঁয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গকে। আর তাতেই বন্যার মুখোমুখি বাংলার বিভিন্ন জেলা। ইতিমধ্যেই বহু এলাকা জলের তলায়।

সোমবার : নিম্নচাপ, প্রবল বর্ষণ, জমা জলের সঙ্গে শিশু মৃত্যুতে নাজেহাল

উত্তরবঙ্গ। জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রাণ গেল আরও চারটি শিশুর। ডাক্তাররা আশ্বস্ত করলেও গত ১২ দিনে উত্তরবঙ্গে মারা গেল ৯টি শিশু। এই মরশুমে এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ২৫।

মঙ্গলবার : ইডি-র পর কয়লাপাচার কাণ্ডে এবার মাঠে নামল সিবিআই। এই

প্রথম এই কাণ্ডে সিবিআইএর কব্জায় ধরা পড়ল আসানসোল ও বাঁকুড়ার চার বাসিন্দা। তদন্তকারীদের দাবি এই চার ধৃত পাচারের মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালার সাগরেদ।

বুধবার : ভবানীপুর উপনির্বাচনের বাধা কাটলেও রাজ্যের বর্তমান

মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে ভর্ৎসনা শুনতে হল কলকাতা হাইকোর্টে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ মনে করে একজন আমলা হয়েও তিনি একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীর মতো আচরণ করেছেন।

বৃহস্পতিবার : শীতলকুচি কাণ্ডে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বক্তব্য

জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ। সেদিনের ঘটনার ব্যাখ্যা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার আর সিআইডি তদন্তের অগ্রগতি জানাতে হবে রাজ্য সরকারকে।

শুক্রবার : এবারও গত বছরের মতো প্রত্যেকটা দুর্গা পুজো প্যান্ডেল

কোয়ারেন্টাইন জোন বলে চিহ্নিত হতে চলেছে। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ গত বছরের ১৯ ও ২২ অক্টোবর দেওয়া দুই রায়কেই এবারেও বহাল রেখেছেন। সবজান্তা খবরওয়ালা

শারদ ক্যানভাসে প্লাবনের আঁচড়

আরামবাগে শুক্রবার ছবিটি তুলেছেন আমাদের প্রতিনিধি

পূর্ব মেদিনীপুরে কোমর জলে পানীয় জল সংগ্রহ দুর্গত মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বর্ষা বিদায় নিতেই ঘন নীল আকাশে ভাসছে পেঁজা মেঘের সারি, বাংলার সোঁদা মাটিতে গেরুয়া-সাদা আলপনা আঁকতে শুরু করেছে কুঁড়ি ফুটে টুপটাপ করে ঝরে পড়া শিউলি, ঠাকুরদালানে ও পোটো পাড়ায় কাঠ-খড়-মাটি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে মৃন্ময়ী মায়ের। ফর্দ মিলিয়ে শারদ সম্ভারে সেজে উঠছে বাংলার মন-প্রাণ। কিন্তু এ বঙ্গপ্রাণে সে আনন্দ কই। একদিকে একদল রাজনীতিক, প্রেস-মিডিয়া, প্রশাসক দল ভোটের নামে ক্ষমতার লালসায় গণতন্ত্র নিয়ে ছেঁড়াছিড়ি, হানাহানিতে মত্ত আর অন্যদিকে প্রতিমুহূর্তে জীবন বাঁচাবার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে প্লাবিত বিপন্ন অসহায় মানুষের দল সমাজে যাদের নাম সাধারণ জনগণ।

বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের সাংবাদিকরা প্লাবনের যে ছবি তুলে আনছেন তাতে শারদ ক্যানভাসের সব রং ধুয়ে যাচ্ছে ঘোলা জলের আঁচড়ে। হুগলির আরামবাগ, খানাকুল, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, দুর্গাপুর, রাণিগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের ভরতপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা, পটাশপুর, ময়না, চণ্ডিপুর, ভগবানপুর-১ ও ২ ব্লক ডুবে রয়েছে জলের তলায়। পূর্ব মেদিনীপুরের প্লাবিত ব্লকগুলিতে শুরু হয়েছে খাদ্য ও পানীয় জলের

আইনশৃঙ্খলা দেখবার কেউ নেই। জলে ডুবে রয়েছে খোদ থানা। পুলিশ বাবুরা থানায় তালা ঝুলিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অন্যত্র। এমনকি বিডিও অফিস, হাসপাতালও বন্ধ।

টানাটানি। এমনকি বেসরকারি ত্রাণ এলে শুরু হচ্ছে কাড়াকাড়ি, মারামারি। আইনশৃঙ্খলা দেখবার কেউ নেই। জলে ডুবে রয়েছে খোদ থানা। পুলিশ বাবুরা থানায় তালা ঝুলিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অন্যত্র। এমনকি বিডিও অফিস, হাসপাতালও বন্ধ। আর কয়েকদিনের মধ্যে মড়ক লাগলে চিকিৎসা করার কেউ নেই।

এরপর তিনের পাতায়

বর্ষণে সমস্যায় শোলা শিল্পীরা

কুনাল মালিক: সামনেই দুর্গা পুজো তারপর লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো- তাই বিষ্ণুপুর থানার খাসটীকা মালাকার পাড়ায় কয়েকঘর পরিবারের দারুণ

ব্যস্ততা। কিন্তু টানা বর্ষণে বাড়ি ঘর ও উঠোন এখনও জলমগ্ন, ভাঙাচোরা ঘরে ছোট্ট পলিথিন থেকে টপ টপ করে বৃষ্টি পড়ে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মালাকার পরিবার তাদের শোলা শিল্পকে কিভাবে বাঁচবে- সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে। গত শুক্রবার দুপুরে ৭৫ নম্বর বাস রোডে বাখরাহাট রায়পুর মোড় ফেলে উমা সিনেমাহলের উল্টোদিকের ঢালাই রাস্তা ধরে গিয়েছিলাম মালাকার পাড়ায়। গ্রামীণ এলাকা হলেও রাস্তা ঢালাই হয়েছে। তবে নীচু এলাকা বলে এখন জল দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়ল উঁচু পাঁচিলে শোলা শুকনো করা হচ্ছে। বাঁশ বাগানের ভিতর দিয়ে এক হাঁটু জল ভেঙে গোলাম বিশ্বনাথ মালাকারের বাড়ি। কুঁড়ের মতো ঘরে বিছানার ওপর ফুলমালা তৈরি করছিলেন অর্চনা মালাকার। তিনি জানালেন, বৃষ্টিতে খুব সমস্যায় পড়েছেন তারা। বংশ পরম্পরায় এই খাসটীকা গ্রামে ৭-৮টি পরিবার শোলা শিল্পের কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। তিনি জানালেন, শোলা দিয়ে নানা ধরণের মালা, ফুল, সাজসজ্জা, চাঁদমালা, টোপর, ঠাকুরের ডাকের সাজ তৈরি করা হয়। আগে কলকাতার উল্টোডাঙা থেকে কাঁচা মাল আসত।

এরপর তিনের পাতায়

জমা মামলার অন্ধকারে বিচার প্রার্থীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী ঃ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মূল চারটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হল বিচার ব্যবস্থা। জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বিচার ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিচারপ্রার্থীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পঁচাত্তর বছরেও বিচার ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হনি, বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে জমে থাকা মামলার পাহাড় এর সত্যতা প্রমাণ করে বলে মন্তব্য করেন তারা। গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাদ্বয়ে রূপান্তরিত করা হয়। বারাসতকে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সদরের মর্যাদা প্রদান করে জেলা শাসক, জেলা দায়রা বিচারক, জেলা পরিষদ ভবন সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশাসনিক ভবন ও দফতর নির্মাণ করা হয়। এর ফলে

জনসংখ্যা, ঘরবাড়ির সংখ্যা, মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মামলা নিষ্পত্তির কোনও হার বৃদ্ধি হয়নি বলেও অভিমত সংশ্লিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞদের।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী উমাপদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বারাসত, বারাকপুর, বনগাঁ, বসিরহাট, বিধাননগর এই পাঁচটি মহকুমায় মহকুমা আদালত ছাড়াও বারাসতে জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, ৬টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, ৩ জন সাব জজ, ২ জন মুন্সেফ সহ সিজেএম, এসিজেএম ইত্যাদি ধরে ২৩টি এবং নিউ টাউনে কমার্শিয়াল কোর্ট ধরে ২৪টি হায়ার জুডিশিয়ারি সহ রয়েছে ২টি সাবসিডিয়ারি আদালত।

এরপর তিনের পাতায়

সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ কে ঘিরে গন্ডগোল জয়নগরে।আর এই গন্ডগোল থামাতে গেলে পুলিশকে লক্ষ করে ডাবের খোলা ও ইট ছোঁড়ে গ্রামবাসীরা।আর তাতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বারুইপুর জমায়েত সরাতে ঘটনাস্থলে জয়নগর থানার ঢোষা ক্যাম্পের ইনচার্জ বিট্টু পালের নেতৃত্বে পুলিশ গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ডাব ও ইট ছুঁড়তে থাকে ক্ষিপ্ত গ্রাম বাসীরা।গ্রামবাসী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এলাকার বিধায়কের নেতৃত্বে

পূর্ব বিধানসভার জয়নগর থানার ঘোসারহাট এলাকায় সেচ দপ্তরের জমিতে অবৈধ নির্মাণ কাজ বন্ধের দাবিতে শুক্রবার বিকালে গ্রামবাসীদের প্রতিবাদ মিছিল ছিল। জলাভূমি ও জল নিকাশী রক্ষা কমিটির ব্যানারে শুক্রবার বিকেলে মিছিল করে ঘোসাহাট এলাকার গ্রামবাসী ও ব্যবসায়ীরা।আর এদের তৃণমূলের লোকজন এই নির্মাণ কাজ করছে,তবে এ ব্যাপারে স্থানীয় বিধায়ক বিভাস সরদার তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।তবে এলাকা উত্তপ্ত থাকায় শনিবার ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।তবে এই ঘটনায় শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয় নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

শোভনদেবের চেয়ে মমতার ব্যবধান কী বাড়বে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভবানীপুরের ভোট যুদ্ধ শেষ। আগামীকাল রবিবার ফলাফলের দিকে নজর সবার। নিশ্চিতভাবেই গত বিধানসভায় ২৮ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের থেকে ব্যবধান বাড়ানোই ঘাসফুলের এক এবং অদ্বিতীয়ম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতবারের চেয়ে বেশি ব্যবধানে জয়ী হবেন? না কী ২৮ হাজারের ব্যবধান খানিকটা হলেও কমবে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথায় একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উঠে এসেছে। তাঁদের মতে প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল তৃণমূল বনাম বিজেপি লড়াই হচ্ছে। পরবর্তীতে বিশেষ করে ভোটের দিনের বেশ কিছু ঘটনা যেন মনে করাচ্ছিল এ যেন তৃণমূলের এ টিম বনাম বি টিমের যুদ্ধ দেখছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সর্বোচ্চ মার্কস পেতেই যেন আড়াআড়ি বিভাজন হয়ে গিয়েছিল তৃণমূলের অভ্যন্তরে। অন্তত, ওয়ান-ডে ম্যাচের মতো নির্বাচনের দিন তো বটেই।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভোটের লড়াইয়ে পাশ কাটিয়ে থাকা কংগ্রেস নেতাদের

মন্তব্য। বিশেষ করে ভবানীপুরের সঙ্গে নাড়ির যোগ থাকা কংগ্রেসীদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা বললেন, আমরা এবার দিদিকে ভোট দিয়েছি। বামেরা ভোটে থাকলেও তাদের ব্যাপারে কংগ্রেসের কোনও তাপউত্তাপ নেই। কদিন আগেও যাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে বিধানসভায় লড়েছেন সেই বামেদের ব্যাপারে ঔদাসিন্যের পাশাপাশি তৃণমূলের দিকে কংগ্রেসের এই ঝোঁক হয়তো খুবই ছোট একটি ঘটনা। কিন্তু অনেক সময়েই এই ছোট ছোট ঘটনাগুলিই আগাম বার্তা দেয়। সেই হিসেব ধরলে এবং প্রায় ৬০ শতাংশের মতো ভোট একটা উপনির্বাচনে পড়াকে মাথায় রাখলে হতেই পারে মুখ্যমন্ত্রীর জয়ের ব্যবধান গিয়ে দাঁড়াতে পারে ৪০ হাজারের বেশি।

এরপর তিনের পাতায়

রাজবাড়িতে ফিরছে নহবত

হাতে লেখা রামায়ণ এখনও হয় পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ১৫ দিন ব্যাপী পুজোর সূচনা হয়ে গেল শোভাবাজার রাজ বাড়িতে ২৯

সেপ্টেম্বর আদ্রা নক্ষত্রের কৃষ্ণ পক্ষের নবমী তিথিতে। চণ্ডী বেদীতে চণ্ডীর ঘট স্থাপন করে পুজো শুরু করলেন রাজবাড়ির সভাপণ্ডিত ডঃ জয়ন্ত কুশারী। ১৮ জন ব্রাহ্মণ ওই দিন থেকেই শুরু করলেন চণ্ডীপাঠ। ১৫ দিন এই ১৮ জন পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করবেন। শুধু চণ্ডীপাঠ নয় রামায়ণ পাঠ এবং বেদ পাঠও হয় এখানে। ডঃ কুশারী বলেন, দুর্গাপুজো এই বাড়িতে হচ্ছে ২৬৫ বছর ধরে, এর তিন বছর আগে সভাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন বাল্মীকি রামায়ণ নিজের হাতে লেখা শুরু করেন। আতপ চাল পুড়িয়ে সেটিকে বেটে তৈরি হয় কালী এবং খাগের কলমে সোনার নিবে লেখা হয় এই রামায়ণ। সংস্কৃততে লেখা এই বইটি এখনো পুজোর সময় আমি পাঠ করি। অদ্ভুত ব্যাপার এতো বছর পরেও কালি একটুও অস্পষ্ট হয় নি। যেমনটা ছিল তেমনই আছে পুজোর সময় বার করা হয় আবার তুলে রাখা থাকে সারাবছর। শুধু রামায়ণই নয় হাতে লেখা পুজোপাঠের পুঁথিও রয়েছে এই রাজবাড়িতে। সেগুলিও পাঠ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী পুজো করা হয় মা দুর্গাকে এখনও। এই বছরও সেই রীতিনীতি মেনেই চলবে পুজো। এ বছরের পালাদার দেবরাজ মিত্র বলেন, বহু বছর ধরে যে সমস্ত রীতি চলে আসছে তার কোনও পরিবর্তন আমরা ঘটাইনি। যদিও বহু রীতিনীতি বন্ধ হয়ে গেছে যেমন বন্দুক দাগা এবং নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো এবং তার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বারানসী থেকে আসা নহবতও। তবে এই বছর থেকে আমরা আবার বারানসী থেকে নহবত নিয়ে আসছি। সামনের দালানে অর্থাৎ মাঠে নহবত তিনদিন ধরে থাকবে। আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে সেই নহবতের সুর। বাড়ির নহবত খানা, নাচঘর এবং প্রত্যেকটি দেওয়ালের ইঁট এই সুরের মাধ্যমে আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। যা এতদিন শুধুই ছিল স্মৃতি।

প্রতিমা তৈরিতে আগ্রহ নেই নবীনদের

মলয় সুর ঃ দুর্গাপুজোর আর কয়েকদিন অপেক্ষা। এই সময় জমজমাট হয়ে ওঠে ভদ্রেশ্বর কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের পাড়া। ধাপে ধাপে কীভাবে মাটির মূর্তি চিন্ময়ী রূপ পাচ্ছে তা চাক্ষুস করতে উৎসুক জনতার ভিড় আছড়ে পড়ে। এই কুমোরটুলির সনাতনী ধারার মাটির প্রতিমা তৈরি করতে নবীন প্রজন্মের আগ্রহ যে খুবই কম। বছর পঞ্চাশের প্রৌঢ় বা আরও বেশি বয়সের যে মৃৎশিল্পীরা এখনও এই কাদামাটির কাজেই সারা সময় কাটিয়ে দিয়েছেন, সেখানে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখ ফিরিয়েছে এই পেশা থেকে। এই কাজে নবীন প্রজন্মের আগ্রহই কম বলে মনে করছেন প্রবীন শিল্পীরা। বর্তমান প্রজন্মের অনেকে প্রথাগতভাবে আর্ট কলেজে পড়াশুনো করে চিত্রকলা, ভাস্কর্য নিয়ে জ্ঞানলাভ করছেন। কিন্তু একদিকে ভালো পরিমাণ অর্থের হাতছানি পাশাপাশি অন্যরকম কাজ করার আহ্বান তাঁদের থিমপুজো, থিমের মূর্তি তৈরির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। থিম পুজোর দৌলতে এখন কোথাও তৈরি হচ্ছে শুধু পাথরের মূর্তি, কোথাও আবার কাঠের তো কোথাও থিম ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে আরও অভিনব কিছু। অনবদ্য শিল্প ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সেসব ক্ষেত্রে।

এরপর তিনের পাতায়

১০১ টি দুর্গা গড়লেন কুন্তল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার তরুণ মৃৎ শিল্পী কুন্তল জানা এবার একশ একটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে নজির গড়লেন।

নোদাখালী চৌরাস্তায় কুন্তলের স্টুডিও মহামায়া মৃৎশিল্পালয়। গত বছর করোনা আবহে সে ৮৭টি প্রতিমা তৈরি করেছিল। গত বছর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান হিসাবে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা শিল্পী হয়েছিলেন কুন্তল জানা। কুন্তল জানালেন ছোটোবেলা থেকেই বাবা উত্তম জানার কাছে হাতেখড়ি ঠাকুর গড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করেছেন। এখন ১৬ জন শ্রমিক তার কাছে কাজ করে। তার প্রতিমা যায় বেহালা, তারাতলা, ঠাকুরপুকুর, চেতলাতেও। কুন্তল জানালেন, গত বছর একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এবার ১০১টি ঠাকুর তৈরি করব। সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে করোনা কালে খুব কষ্টের সঙ্গে লড়াই করে জীবন কাটাতে হয়েছে। আমফানের ঝড়ে পুরো স্টুডিও তছনছ হয়ে গিয়েছিল। সরকারি সাহায্য কিছু পাই নি। কুন্তলের দাবি তাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও আর্টিজেন কার্ডের ব্যবস্থা করা হোক।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ২ অক্টোবর – ৮ অক্টোবর, ২০২১

বানভাসি বাংলা

বন্যার অভিশাপ বাংলাকে আজও তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এক সময় ম্যালেরিয়া রোগের মতোই বন্যা–প্লাবনই বাংলার ভবিতব্য হয়ে উঠেছিল। নানা জনপদ এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে বন্যা দুর্গতদের নিয়ে দুর্নীতি আর রাজনীতি মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। দুর্গা মহাপূজার আগে ১৯৭৮ সালের সেই বন্যা আজও বহু মানুষের স্মরণে আছে। কলকাতা শহরও সেবার রেহাই পায়নি। নানা উন্নত প্রযুক্তি বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির ফলে প্রতি বছরের সেই ভয়ংকর দৃশ্য এখন দেখতে না পেলেও ঘন ঘন নিম্নচাপের কারণে আয়লা, আমফান, যশের তাণ্ডবে উপকূলবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয় বারংবার।

এবারের পুজোয় বন্যার ভ্রূকুটি আবার দেখা যাচ্ছে। তবে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এটিকেও 'ম্যান মেড ফ্লাড' বলে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে মহালয়ার আগেই বাংলার বহু জেলায় বহু মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। আসানসোল, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চল জলের তলায়। অতি বর্ষণের ফলে ঝাড়খণ্ডের জমা জল মধ্য রাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলে বন্যার দুর্ভোগ শুরু হয়েছে। এদিকে দুর্গাপুর ব্যারেজের জলও ছাড়তে হয়েছে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাঁধের জল রাজ্যকে না জানিয়ে ছেড়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে বিরোধী দলের সভাপতি বিপরীত ভাষ্য দিয়েছেন। বাস্তব হলো পুজোর মুখে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বঙ্গবাসী ঘর বাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বিহারের বাঁধগুলি উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে খালগুলির জল ধারণ ক্ষমতা অনেক কমে গেছে তার প্রত্যক্ষ ফল ভুগতে হচ্ছে গ্রাম বাংলাকে। আসানসোল শিল্পাঞ্চলে কোথাও ধস নেমেছে কোথাও কোথাও জলের তোড়ে ভেসে গেছে বৈদ্যুতিক ল্যাম্পপোস্ট, তালগাছ এবং গৃহস্থ বাড়িও। নির্মিয়মান দুর্গা প্রতিমাও জলের তোড়ে ভেসে গেছে এমন দৃশ্য গ্রাম বাংলায় দেখা যাচ্ছে। দুর্ভোগের বিভিন্ন নদীতে জলের স্তর ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন একলক্ষ কিউসেক জল যদি কোন নদী বাঁধ থেকে ছাড়া হয় তাহলে বন্যা অনিবার্য। বাঁধ রক্ষা করতে গিয়ে প্লাবন সৃষ্টি বাংলার মানুষ বারংবার প্রত্যক্ষ করছে। মানুষের বাঁচার জন্যই বিভিন্ন সময়ে বড় বড় ব্যারেজগুলো তৈরি করাহয়েছিল। চাষের সুবিধার্থে বা খরার সময় নদী ব্যারেজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নদী বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে এই 'ম্যান মেড ফ্লাড' বা মনুষ্য সৃষ্টি বন্যা রোধ করবার জন্য তৎপরতা আসু প্রয়োজন। প্রকৃতিক বিপর্যয় আসতেই পারে কিন্তু সেজন্য তৎপরতা প্রয়োজন। ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহক, কিংবা ত্রাণবিলি অবশ্যই প্রশনের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, কিন্তু বারংবার একই ভাবে হঠাৎ বহুল পরিমাণে জল ছেড়ে দেওয়া বিষয়ে সঠিক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। বাঁধের জমা জল নিয়ন্ত্রিত হারে ছাড়া প্রয়োজন।এক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিভিসির বাঁধের জলে বারংবার কেন প্লাবিত হবে পাঁশকুড়া উদয়নারায়ণ পুরের মতো জায়গাগুলি, কেনই বা সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ত্রিপলের তলায় কিংবা ত্রাণ শিবিরে দুর্ভোগ পোহাতে হবে গ্রামবাসীদের এ নিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ভাষ্য অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে ডিভিসি আগেই জল ছাড়ার কথা জানিয়েছিল বলে যে বক্তব্য রেখেছেন তাও প্রমাণসহ সামনে আসা প্রয়োজন। এটি কোনও রাজনৈতিক লড়াই নয় মানুষের জীবন জীবিকার প্রশ্ন। ঝাড়খণ্ড বিহার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে কোনও দ্বন্দের বিষয়ও নয়। বাঁধের জলে বানভাসি হওয়া বাংলাকে বাঁচাতে সার্বিক সহযোগিতা ও স্বচ্ছতা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

কেউই এই জগতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। কোন বিশেষ অবস্থায় কারও জন্ম বা সৃষ্টি হয়, জন্মদান করে, ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে বিনাশ হয়। এই নিয়ম অনুসারে এমন কি বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণও আজই হোক বা কালই হোক সকলেই মৃত্যুর অধীন। এই জন্য সমগ্র জড় জগৎকে মৃত্যুলোক বলা হয় অর্থাৎ যে–স্থানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদদের যেহেতু মৃত্যুহীন চিন্ময় জগতের কোন সংবাদ জানা নেই, তাই তারা এই জড় জগৎকে মৃত্যুহীন করার জন্য সচেষ্ট। পরিপক্ক অপ্রাকৃত জ্ঞানে পরিপূর্ণ বৈদিক সাহিত্যে অজ্ঞতাই এর কারণ। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক কালের মানুষ বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে জ্ঞান লাভের বিরোধী।

বিষ্ণু পুরাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরা (উৎকৃষ্ট) এবং অপরা (নিকৃষ্ট) নামে বিবিধ শক্তির ধারণ করেন। যে জড়া শক্তিতে আমরা বর্তমানে জড়িত তাকে বলা হয় অবিদ্যা বা নিকৃষ্টা শক্তি। এই শক্তির দ্বারা জড় জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট আর একটি শক্তিকে বলা হয় পরাশক্তি নিকৃষ্ট জড় শক্তি থেকে ভিন্ন। সেই পরাশক্তি

ফেসবুক বার্তা

কারেকশন কব করেগা ?

পার্থসারথি গুহ : কিছুদিন আগেও কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছিল। ১৮ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছিল,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ফের একবার ১৮ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১৯ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায় না।

১৮ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো বড় মাপের সংশোধনীর হাত ধরে ২০–২৫ শতাংশ নিচে এসে ১২–১৩ হাজার হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ১০–১২ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ১২–১৩ হাজারের কাছে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। নমোর প্রত্যাবর্তনে বাজার যে খুশি তার সংবর্ধনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। এখন শুধু দেশ নয়, বিদেশের পরিসংখ্যানেও চোখ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যাপী যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের। যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই-

উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের। এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ১৭,৫০০ বা ১৬,৮০০ হবে খুব আকারের সাপোর্ট। তার আগে হয়তো বারবার সাড়ে ১৭ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১৮,২০০–১৮।৬০০। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে ৭০০–৮০০ পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১৭,৪০ কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

পুনর্বন্টন, কিন্তু উন্নয়নকে বিসর্জন দিয়ে নয়

অমিতাভ কান্ত : স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরে স্থান পেয়েছিল সম্পদের পুনর্বন্টন। কিন্তু পুনর্বন্টনের নীতি দারিদ্র্যস্তরে বড়সড় কোনও ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নও ছিল অধরা। ৯০–এর গোড়ায় উদারিকরণের প্রয়াসে সম্পদ সৃষ্টিতে বিস্ফোরণ ঘটে। দারিদ্র কমে উল্লেখযোগ্যভাবে। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলিতে সংস্কার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। সংস্কারের কারণে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নকে ভিত্তি করে এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে খরচ বাড়িয়ে ২০০০–এর শেষের দিকে ভারতে বৃহৎ মাত্রায় পুনর্বন্টন নীতির সূচনা হয়। তবে, বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে অর্থনীতি মন্থর হয়ে যাওয়ায় সরকারের খরচের মাত্রা কমে যায়।

এটা বলা হচ্ছে না যে পুনর্বন্টন চলবে না, কিন্তু এই পুনর্বন্টন কোন মাধ্যমে করা হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের মত অনুযায়ী, নগদ হস্তান্তর, প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা এবং মানব মূলধনে লগ্নি হল তিনটি মূল পন্থা যার মাধ্যমে পুনর্বন্টন করা হয়। অবশ্যই সীমা আছে যার মাধ্যমে প্রথম এবং দ্বিতীয় পন্থাটির উপযোগ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭০–এর গোড়ার দিক, যেসময়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয়কর বন্ধনীতে ছিল ৯৫ শতাংশের বেশী। প্রগতিশীল কর ব্যবস্থায় প্রয়াস নিতে হবে করদাতাদের সংখ্যা বাড়িয়ে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করার জন্য, সামান্য করহার বাড়ানোর মাধ্যমে নয়। একইভাবে নগদ হস্তান্তর যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সরকারের সুযোগ–সুবিধা পরিষেবার সুযোগ নেওয়ার সংখ্যা বাড়াতে প্রয়াসী হতে হবে। মানব মূলধনে লগ্নির ওপরেও নিয়মিত নজর রাখতে হবে এবং পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে শুধুমাত্র কী দেওয়া হচ্ছে তা নয়, কী পাওয়া যাচ্ছে তারও।

বৃহমাত্রায় পুনর্বন্টন কর্মসূচির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এর জন্য খরচের দিকটা। সরকারের রাজস্ব আদায় হয় কর থেকে বা কর ব্যতীত অন্য সূত্র থেকে। ভারতে রাজস্বের বেশিরভাগটাই আসে কর থেকে। কর বাবদ রাজস্ব অন্যদিকে সার্বিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত। এর পেছনে কারণটি খুব সহজ। মানুষ যত আয় করবে, তত বেশি কর আদায় হবে। আর

যেটি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল কর আদায়ের ব্যবস্থা। স্বেচ্ছায় যাতে কর দেওয়া হয় তার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। যখন সরকারের খরচ রাজস্বের থেকে বেশি হয় তখনই আর্থিক ঘাটতি ঘটে। এর অর্থ – সরকারকে খরচ করতে বাজার থেকে ধার করতে হয়। একেই বলা হয় আর্থিক ঘাটতি। এখন এটা বোঝা গেছে যে অর্থনৈতিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ কর আদায় ধার্য করতে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কর সংগ্রহ বাড়াতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিধির বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ। নর্ডিক দেশগুলির বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। এটা সকলেরই ধারণা যে এই দেশগুলি বসবাস করার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। তথাপি এই দেশগুলির অর্থনীতি সবচেয়ে প্রাণবন্তদের মধ্যে অন্যতম। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচকে এই দেশগুলি সবসময় ওপরের দিকে থাকে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকের মাধ্যমে একটি দেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাত্রা পরিমাপ করা হয়। শীর্ষে থাকা দেশ নিউজিল্যান্ড অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সহজে ব্যবসা করার সুযোগের ক্ষেত্রে প্রশংসা অর্জন করেছে। যার কারণ মজবুত সামাজিক সুরক্ষা জাল। সেই জন্য দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তরকারী পুনর্বন্টন নীতি রূপায়ণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী প্রাণবন্ত অর্থনীতি।

গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিধি–নিয়ম সংক্রান্ত সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছে বর্তমান সরকার। ভারতীয় অর্থনীতিকে সচল করতে এবং বহু দিনের অদক্ষতাকে দূর করতে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর – দুই ক্ষেত্রেই নতুন কর জমানা শুরু হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় কর দান এবং বিশ্বাসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যা ভারতের পূর্বেকার কর ব্যবস্থার অপকারক জমানার বিপরীত। কর ধার্য করা, আপিল, কর্পোরেট এবং ব্যক্তিগত আয়কর হারে হ্রাস, বকেয়া বিষয়ের নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সহ জিএসটি এই ব্যবস্থারই প্রমাণ। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিধিনির্ভর স্বেচ্ছায় কর দানের যুগ এসে গেছে।

ভারতে আমরা পুনর্বন্টন নীতির তিনটি পন্থার সবকটিই দেখেছি এবং দেখছি। তবে, সকলের কাছে পৌঁছনোটাই এখনও বড় সমস্যা। সরকার যে অর্থ খরচ করছে তা পৌঁছচ্ছে না উদ্দিষ্ট সুবিধাপ্রাপকদের কাছে। অফিসার হিসেবে চাকরির প্রথম দিকের কথা আমার মনে পড়ে। তখন তদনীন্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সরকারের প্রতি ১ টাকা খরচার ৮৫ পয়সাই পৌঁছয় না সঠিক জায়গায়। তারপর থেকে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে। গত কয়েক বছরে যেজন্য পার্থক্য ঘটেছে – তা হল পরিষেবা দান, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার ওপর নজর আর প্রযুক্তির ব্যবহার। বৈষম্য দূর করতে এই সকলের কাছে পৌঁছনোর ব্যাপারটির অশেষ গুরুত্ব আছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, বিদ্যুত, রান্নার গ্যাস, ইন্টারনেট, আবাসন এবং অর্থ পাওয়া হচ্ছে এরকমই কয়েকটি ক্ষেত্র – যেখানে বিশাল লাফ দেওয়া গেছে। তথ্যই একথা বলবে। এই সকলের কাছে পৌঁছনোর সমস্যাটির মোকাবিলা করার ফলে সম্পদ এবং আয়ের বৈষম্য অনেকটা দূর করা গেছে। এই সাফল্য অর্জন করা গেছে কোনওরকম কর ধার্য করা ছাড়াই। বিশাল পরিমাণে নগদ হস্তান্তরও হচ্ছে পি এম কিষাণ কর্মসূচিত এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে। মানব মূলধনও যথাযথ মনোযোগ পাচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচি চলছে ভারতে। নজর দেওয়া হয়েছে শিক্ষার গুণমানে। শিক্ষার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে। তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম একেবারে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির সূচনা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতে অনেক কিছু করা হয়েছে। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে সরকারি সুযোগ–সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে। এটা শুধুমাত্র ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়নি। এর পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম হল বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে। এর পাশাপাশি আছে প্রশাসনিক সংস্কার যার জন্য দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। প্রযুক্তি এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছে। নজরদারি এবং পুনর্মূল্যায়ন ব্যবস্থা মজবুত করার মাধ্যমে। ফলে পরিষেবা সফলভাবে প্রদান করা যাচ্ছে পিরামিডের নীচ পর্যন্ত। একই সঙ্গে অর্থনীতির বৃদ্ধি ঘটাতে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে একাধিক কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে। এর প্রত্যেকটিই অর্থনীতির পুরনো অদক্ষতা দূর করার জন্য। পুনর্বন্টন এবং উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যের পথে একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজন নেই। আর্থিক পুনর্বন্টন কর্মসূচিতে মজবুত অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে দীর্ঘমেয়াদে পুনর্বন্টনে এই লগ্নিগুলির বহুগুণ প্রভাব আছে অর্থনীতির ওপর।

* লেখক নীতি আয়োগের মুখ্য কার্য নির্বাহী আধিকারিক। বক্তব্য ব্যক্তিগত।

জননেতাদের দেশপ্রেমকে হার মানিয়ে দেবেন চা বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জননেতাদের দেশপ্রেম কে হার মানিয়ে দেবেন সামান্য এক দরিদ্র চা বিক্রেতা।তাঁর ছোট্ট চায়ের দোকানে চা খেতে গেলেই দৃষ্টি পড়বে দোকানের মধ্যে অতি যত্নে রাখা আছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী,বিপ্লবী এবং মহামানবদের ছবি। দোকানের সরঞ্জামের তুলনায় মহামানবদের ছবির সংখ্যাটাই অনেক অনেক বেশি। কে নেই? রয়েছেন দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র,ক্ষুদিরাম,ইন্দিরা গান্ধী,ভগত সিং,ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর,ভগিনী নিবেদিতা,মাদার টেরিজা,মাইকেল মধুসূধন দত্ত,বিদ্যাসাগর,কবি নজরুল,স্বামী বিবেকানন্দ,কবি সুকান্ত সহ অন্যান্য মহামানবের ছবি।এমনই দেশপ্রেমিকের চায়ের দোকান রয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে সোনাখালি বাজারে।দোকানের মালিক উত্তম ঘরামী। তার বাড়ি ৭ নম্বর সোনাখালি এলাকায়।উত্তম একেবারেই নিরক্ষর।দরিদ্র পরিবারের এই সন্তান পেট চালানোর

জন্য সোনাখালি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জায়গার উপর একটি ঝুপড়ির মধ্যে চায়ের দোকান খুলে বসেন। কোন দেবদেবী ছাড়াই চায়ের দোকানে প্রথমেই নেতাজীর একটি বড় ছবি দেবতার আসনে রাখেন ওই যুবক। সকালে দোকান খুলেই প্রথমে ছবি ঝাড়পোছ করে ফুল দিয়ে শুরু করেন চা বিক্রির কাজ।এমনটা দীর্ঘ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধারাবাহিক ভাবে করে আসছেন। এরপর ধীরে ধীরে দেশবরেণ্য নায়কদের ছবি সংগ্রহ করে দোকানে রাখেন উত্তম। প্রথম দিকে অনেকেই হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন উত্তম কে। কিন্তু তাতে করেও কোন ভাবে ভেঙে পড়েন নি। বছর খানেক চায়ের দোকান চালানোর পর উত্তম বিয়ে করেন জীবনতলা থানার মঠেরদিঘী এলাকার আশালতা কে। স্ত্রী'র দৌলতে আরো দেশনায়কদের জীবনী জেনে ফেলেন উত্তম। স্ত্রীর সহযোগে দোকানে ছবির সংখ্যাও বাড়তে থাকে দিন দিন।ধীরে ধীরে সামান্য লেখাপড়াও শিখে ফেলেন চা বিক্রেতা ওই যুবক। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। চায়ের দোকান চালিয়ে ছেলেমেয়েদের কে শিক্ষিত করে মানুষ করেছেন। ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর সাহায্যে উত্তমের দোকানে ঠাঁই হয়েছে আরো অনেক অনেক মহামানবের। তবে চা বিক্রেতার এমন কর্মকান্ড কে যে বা যারা একদা উপহাস করতেন বর্তমানে তারাই এখন উৎসাহ যোগায় উত্তম কে। এছাড়াও শিক্ষিত মানুষজন চায়ের দোকানে চা খেয়ে চা বিক্রেতার এমন দেশপ্রেম কে কুর্ণিশ জানিয়ে যায়। তবে উত্তমের আপেক্ষ যদি কোনদিন দোকান টি ভেঙে ফেলে,তবে ছবি গুলো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখবো এবং প্রতিদিনই ফুল দেবো ছবির মূর্তিতে। উত্তমের এহেন দেশপ্রেম কে কুর্ণিশ জানিয়েছে সুন্দরবনের সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার।তিনি বলেন, সামান্য একজন দরিদ্র চা বিক্রেতার যে দেশপ্রেম তা তুলনাহীন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত পরিবেশিত

শ্রেয়সী ঘোষ : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি বাগবাজারের বিখ্যাত 'বলরাম মন্দিরে' শুরু হয়েছে প্রতি রবিবার আরতির আগে বিভিন্ন শিল্পীদের দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করানো। গত রবিবার ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন প্রখ্যাত চলচিত্রাভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। এক ঘণ্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিল্পীর গীতি আলেখ্য'র বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত'। ঠাকুর নিজেই বলতেন বলরাম বসুর বাড়ি তাঁর 'দ্বিতীয় কেল্লা'। সেই বাড়ি আজ পুণ্যভূমি বলরাম মন্দির। সে কথা স্মরণে রেখে শিল্পী ঠাকুরের প্রিয় বেশ কয়েকটি গান প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ পরিবেশন করলেন। গানগুলির মধ্যে কয়েকটি হল : মনরে কৃষি কাজ জানো না, ডুব দে রে মন কালী বলে, সদানন্দময়ী কালী, ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন, যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে, যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, শ্যামা মা কি আমার কালোরে, মা ত্বং হি তারা প্রভৃতি। কথায় ও গানে শিল্পী উপস্থিত ভক্তদের মন জয় করলেন অনায়াসে। শিল্পীর সঙ্গে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বলরাম মন্দিরের নিজস্ব

ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে। বলরাম মন্দিরের ইউটিউব চ্যানেলটি হল : 'Ramkrishna Math Balaram Mandir' এখানে ক্লিক করে অনুষ্ঠানটি আগ্র শ্রোতারা অবশ্যই দেখতে পারবেন।

'বায়োস্কোপ'

নিজস্ব প্রতিনিধি: লক ডাউনের দৌলতে ইউটিউব অনলাইন প্রোগ্রামের রমরমা। সৃষ্টির নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হচ্ছে ইউটিউব–এর মাধ্যমে। তেমনই এক চ্যানেলের নাম 'ফিল্ম থার্টি ফাইভ'। এদের নতুন অনুষ্ঠান 'বায়োস্কোপ'। বাংলা পুরানো জনপ্রিয় ছবির গল্পকথন নিয়ে এই অনুষ্ঠান। প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার এবং তৃতীয় শুক্রবার সকালে পাক্ষিক এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে 'ফিল্ম থার্টি ফাইভ' চ্যানেলে। সেপ্টেম্বর মাসেই এর যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথম শুক্রবার অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর প্রথম পর্বে দেখানো হল 'বাদশা' ছবিটি। তৃতীয় শুক্রবার অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পর্বে দেখানো হল 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিটি। উপস্থাপক বাংলা ছবির জনপ্রিয় শিল্পী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি ছবি দু'টির গল্প কথন করলেন। শুরুতে ছবি দু'টির নির্মাণ পর্বের কিছু আকর্ষণীয় ঘটনাকেও উপস্থাপন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বিষয়টি থাকছে বলে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

'উত্তরসূরি'র অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: অসমের 'উত্তরসূরি গ্রুপ' প্রতি মাসে 'স্বর্ণযুগের বাংলা ছবি' শীর্ষক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত করে থাকে। সপ্তম পর্বের এই অনুষ্ঠানে সম্প্রতি তারা তুলে ধরেছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত জীবন। বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় সুরকার ও গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত জীবনের নানা দিক তুলে ধরলেন অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. শঙ্কর ঘোষ। কলকাতায় তাঁর সংগ্রাম ও সাফল্য, বম্বেতে তাঁর সংগ্রাম ও সাফল্য তিনি তুলে ধরলেন। প্রযোজক হিসাবে হেমন্তের অবস্থান, পরিচালক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব সব কিছুই উঠে এলো এই আলোচনায়। বিভিন্ন পরিচালকের ছবিতে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সুরকারের সুরে তাঁর গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা, বাংলা ছবিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব; এ সব কিছুই উঠে এল ধাপে ধাপে। ইংরাজি ছবিতে সুর দেওয়ার কথাও উঠেছে এই প্রসঙ্গে। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ এর লিপে তাঁর গান থেকে নির্বাচন করে কয়েকটি গান শোনালেন ড. শঙ্কর ঘোষ। সেই গানের তালিকায় ছিল 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা' (শাপমোচন), 'ও আকাশ সোনা সোনা' (অজানা শপথ), 'লাজবতী

নূপুরের রিনিঝিনি ঝিনি' (নতুন জীবন), 'কাছে রবে কাছে রবে' (চৌরঙ্গী), 'সুরের আসর থেকে মন নিয়ে এসেছি গো' (মুক্তিস্নান) প্রভৃতি গান গুলি। উপস্থাপক তাঁর সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মধুর সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করলেন। দারুণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল এ অনুষ্ঠান। শুরুতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে যে প্রোমো উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা চিত্তাকর্ষক। অপূর্ব সঞ্চালনা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়।

Government Of West Bengal
Office of the District Election Officer & District Magistrate
South24 Parganas

Public Notice

Consequent upon the press release no. ECI/PN/83/2021, Dated-28th September, 2021 of ECI regarding Assembly Bye Election, 2021 and with reference to the Order issued by the Election Commission of India vide no. 3/9/ (ES008)/94-J.S.II Dated- 02/09/1994, it is hereby informed to all concerned that the printing and publication of election pamphlets, posters etc. is governed by the provisions of section 127A of the Representation of the People Act, 1951.

Any violation of the law and the commission's direction on the above subject will be viewed with utmost concern and the most stringent action possible will be taken against the offenders.

Sd/- District Election Officer & District Magistrate, South 24 Parganas
4460/DICO/S 24 Pgs. Dt- 29.09.2021

পেশার তাগিদে সাড়ে পাঁচশো কিমি সাইকেলে অক্লান্ত অজয়

দেবাশিস রায়: অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে যে কোনও বাধাই থমকে যায়। জীবজগতে বেঁচে থাকার কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পারলেই তো নজির সৃষ্টি, তৈরি হয় নতুন নতুন ইতিহাস। দেশ-দেশান্তরে বহুজন হার না মানা মানসিকতা নিয়ে নানা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত হরেকরকম নজির সৃষ্টির মধ্য দিয়েই মনুষ্যজাতিকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। এবার সেই লড়াকুদের সরণীতে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের গিরিডি শহরের বাসিন্দা অজয় মুখোপাধ্যায়ের নামও যদি ঢুকে পড়ে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গিরিডি থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহর। দূরত্ব কম-বেশি ২৭৫ কিলোমিটার। বছর ৪৮ বয়সী সুঠাম চেহারার অজয় মুখোপাধ্যায় সুদূর গিরিডি থেকে সাইকেল চালিয়ে কাটোয়া শহরে আসেন ব্যবসার প্রয়োজনীয় চালভাজা, চিঁড়েভাজা, চানাচুর প্রভৃতি কিনতে। দিনভর মালপত্র জোগাড় করে কাটোয়ার পানুহাটে কাকা অসীম মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রাতটুকু পরদিন ভোরবেলায় অজয় মুখোপাধ্যায় মালপত্র নিয়ে গিরিডির উদ্দেশে রওনা হন। এটাই তাঁর দীর্ঘ পনেরো বছরের রুটিন। তবে, ২০২০ সালে করোনা সংক্রমণের কারণে লকডাউনের আগে পর্যন্ত তিনি বর্ধমান হয়ে রেলপথেই কাটোয়া-গিরিডি যাতায়াত করতেন। কিন্তু, করোনার কারণে যেই দীর্ঘ লকডাউন সহ দফায় দফায় নানাবিধ সরকারি বিধিনিষেধ জারি হল তখন তিনি পেশাকে বাঁচানোর তাগিদে গণপরিবহন ব্যবস্থা এড়িয়ে স্বাধীনভাবে নিজের সাইকেলেই গিরিডি-কাটোয়া যাতায়াতের সিদ্ধান্ত নেন। তারপর থেকে এপর্যন্ত সাইকেলেই এই দীর্ঘ পথ

যাতায়াত করছেন গিরিডি শহরের মোকতপুর মহল্লার বাসিন্দা অজয় মুখোপাধ্যায়। এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা, মাইলের পর মাইল আর দিনের পর দিন সাইকেল জার্নিতে প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ কষ্ট হত। এখন কষ্টটা গা সওয়া হয়ে গেছে তাঁর। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি, মাঝপথে রাত কাটানোর দুঃশ্চিন্তা প্রভৃতি কোনও প্রতিবন্ধকতাই অজয় মুখোপাধ্যায়ের এগিয়ে পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সংসার যুদ্ধে টিকে থাকতে তাঁর এই অদম্য মনোভাব আর লড়াকু মানসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

অজয় মুখোপাধ্যায় প্রতিবারের মতো কাটোয়া থেকে পাইকারি দরে ভাজাভুজি কিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই গত সপ্তাহে গিরিডি ফিরে যান। তারপর শহরজুড়ে ক্রেতাদের চাহিদা মতো সামগ্রী ডোর টু ডোর সাপ্লাই করার পর ফের কাটোয়ায় আসার প্রস্তুতি নেওয়ার ফাঁকে সেখান থেকে টেলিফোনে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানালেন তাঁর জীবন সংগ্রামের কথা। তিনি বলেন, খুব বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারিনি। বাড়িতে বাবা,মা, ভাই রয়েছে। কাটোয়া থেকে চালভাজা, চিঁড়েভাজা, চানাচুর কিনে এনে গিরিডিতে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিক্রি করে আমার সংসার চলছে। কিন্তু, করোনাকালে একটানা লকডাউনের কারণে যখন ট্রেন-বাস বন্ধ হয়ে গেল তখন ঠিক করলাম সাইকেলেই গিরিডি-কাটোয়া যাতায়াত করব। সেই মতো প্রতি সপ্তাহে সব মিলিয়ে ৭৫-৮০ কেজি মাল কাটোয়া থেকে কিনে সাইকেলে চাপিয়ে গিরিডি এনে বিক্রি করছি। মাল ফুরিয়ে গেলে ফের কাটোয়া যাই। সপ্তাহে এভাবেই পাঁচটা দিন যাতায়াতের রাস্তাতেই কেটে যায়। ব্যবসা আর নিজের পরিবারকে বাঁচতে এভাবেই মাসে চারবার যাতায়াত করি। করোনা পরিস্থিতিতে যতদিন না পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন এমন করেই ব্যবসা চালাতে হবে বলে মনে হচ্ছে। এতদিন ধরে সকলের শুভেচ্ছা আর অনেক ভালোবাসা নিয়ে তো চলছি। এখন দেখা যাক এই বয়সে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এমন ধকল শরীর আর কতদিন সহ্য করতে পারে।

মৎস্য চাষের খামার স্কুল

সুভাষ চন্দ্র দাশ : প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপর্যয় হয়েছে বারে বার। এমন পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের খেটে খাওয়া মানুষ চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। এই আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে তোলার জন্য এগিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় মিঠাজল জীব পালন কেন্দ্র ভুবনেশ্বর ও রহড়া। এছাড়াও সহযোগিতা করছেন শস্য শ্যামলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সোনারপুর।বুধবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের গরানবোস গ্রামের ৯৬ জন কৃষককে নিয়ে মৎস্য চাষের খামার স্কুলের উদ্বোধন করা হয়। এই মৎস্য চাষের খামার স্কুল

থেকে কৃষকরা জানতে পারবেন মাছ চাষ সংক্রান্ত ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত নানান তথ্য। এছাড়াও সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উপায় জানতে পারবেন প্রান্তিক কৃষকরা।এদিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মিঠাজল জীব পালন কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ শুভেন্দু অধিকারী, বিজ্ঞানী ডঃ বৈদ্যনাথ পাল, বিজ্ঞানী ডঃ আর এন পাল,বিজ্ঞানী ডঃ ফারহানা হক, শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ স্বাগত ঘোষ, ও বাসন্তী ব্লকের মৎস্য আধিকারিক গৌতম বিশ্বাই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদ্যোগী মৎস্য চাষি শিক্ষক তপন মাইতি, ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ভবতোষ মণ্ডল।প্রত্যন্ত গ্রামের এই মৎস্য খামার স্কুল উদ্বোধন হওয়াতেই ব্যাপকভাবে সাড়া পড়েছে গ্রামেরই মহিলা ও গৃহবধূদের মধ্যে। যারা বাড়ির কাজ সামলে এবার থেকে মাছ চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছেন।এর ফলে আগামী দিনে গ্রামের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। উদ্যোগী গৃহবধূরা হলেন মামনি কর্মকার, কৃষ্ণা পড়্যা, যমুনা মণ্ডল, সুপ্রভা মণ্ডল, আশালতা মণ্ডল, রিনা মিস্ত্রি, সুচিত্রা রঞ্জন।মাছ সহ অন্যান্য চাষে উদ্যোগী হয়েছে গ্রামের প্রান্তিক কৃষকরাও। আশার আলো দেখছেন গরানবোস গ্রামের কৃষকরা।

প্লাবনের আঁচড়

প্রথম পাতার পর

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সামলাবার মতো কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দুর্গত এলাকায়।এই দুর্গতিতেই রক্ষা নেই তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ভেঙে গিয়েছে দ্বারকেশ্বর নদের বাঁধ। বাঁধ ভেঙেছে আরামবাগের দৌলতপুরে। জলময় আরামবাগ-কলকাতা সড়ক। অজয় নদের বাঁধ ভেঙে নানুরে বাসাপাড়া এলাকায় বহু গ্রামে জল ঢুকে গিয়েছে। সুন্দরপুরে বাড়ির দোকানসহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। এরমধ্যে আবার শিকাটা ড্যাম থেকে জল ছাড়া শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে ছাড়া হয়েছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৯০০ কিউসেক জল। ফের প্রবল বর্ষণের ভ্রুকুটি উত্তরবঙ্গ জুড়ে। সত্যি যদি আবারও উত্তরবঙ্গ ভাসে তাহলে নিম্নবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হল বিপর্যয় আসবে যাবে কিন্তু তার মোকাবিলা করবে কে? প্রশাসন যারা ভোট, পুজো আর কোভিড নিয়ে মেতে রয়েছে তারা কি আদৌ এ ব্যাপারে চিন্তিত? এলাকায় কিন্তু কারোরই দেখা নেই। আমাদের দফতরে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ফোন এসেছে বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে ত্রাণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করে। এসব দেখে প্রশ্ন জাগে গণতন্ত্র আসলে কার, জননেতার না জনগণের?

নীলগঞ্জে আজাদ হিন্দ শহিদ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৪৫এর ২৫ সেপ্টেম্বর নীলগঞ্জ সাহেব বাগানে ব্রিটিশ সেনা ছাউনিতে গোরা সৈনিকরা কয়েক হাজার বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজকে রাত্রে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল। সেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম দিনটি স্মরণ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র মিশন ও আজাদহিন্দ স্বেচ্ছাসেবক পরিষদ যৌথ উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর বারাকপুর নীলগঞ্জ রঙপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হয়। ঘটে যাওয়া এই হৃদয় বিদারক কাহিনীকে স্মরণ করতে সারা রাজ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে প্রতিবছরই এই তারিখকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে। প্রথমদিন সন্ধ্যায় 'আলোয় ঢাকা অন্ধকার' তথ্যচিত্র নাটকটি এক স্লাইড শো'র মাধ্যমে দেখানো হয়। এছাড়া রাত্রে জ্যোতি সহযোগে মৌন মিছিল ও শহিদ স্তম্ভবেদীতে সাহেববাগানের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ। দ্বিতীয় দিনে পুরুষ ও মহিলাদের ক্যারাটে প্রদর্শনী ও নেতাজি সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য তুলে ধরেন। আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক পরিষদের বিভিন্ন প্রান্তের ৫০০ জন সদস্য হাজির ছিলেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র মিশনের সভাপতি দেব নারায়ণ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয়রঞ্জন বৈশ্য, নীলগঞ্জ আজাদহিন্দ স্বেচ্ছাসেবক সঞ্জীব বিশ্বাস, অরূপ ঘোষ, সোমনাথ ঘোষ, অনুতোষ দত্ত, নব বারাকপুর নেতাজি জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদক সত্যব্রত সোম, মেজর সত্যগুপ্তর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিনব গুপ্ত প্রমুখরা।

বাঘের মুখ থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে চলছে বেঁচে থাকার লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দশ হাত নেই ঠিকই। পেটে কালির আঁচড়ও নেই।দারিদ্রতার সাথে লড়াই করে জীবনতরী বেয়ে চলেছে এযুগের দুর্গা। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের কুলতলির মৈপিঠ উপকূল থানা এলাকার ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েতের ১ লা ঘেরীর বাসিন্দা এযুগের দুর্গা জ্যোৎস্না শী।

বিগত প্রায় ত্রিশ বছর আগে রায়দিঘীর সূর্যপুরের নন্দকুমার পুরের গ্রামের জ্যোস্না বিয়ে হয় ১লা ঘেরীর শঙ্কর শী এর সাথে।দরিদ্র পরিবারে হাল ধরতে জ্যোৎস্না নিজের কাঁধে তুলে নেয় সংসারের দায়িত্ব। শুরু হয় জীবন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার লড়াই। স্বামী কে সাথে করে একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে প্রতিদিনই বেরিয়ে পড়তেন সুন্দরবন জঙ্গলের উদ্দেশ্যে।মাছ,কাঁকড়া ধরে কোনও রকমে চলতো জীবনজীবিকা।জ্যোৎস্না শী'র স্বামী শঙ্কর ও দুই দেওর শশাঙ্ক ও কিঙ্কর। আচমকা শী পরিবারের বুকে নেমে আসে বিপর্যয়।নদীতে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় কিংকর-এর।শোক কাটিয়ে উঠে কোন রকমে চলছিল শী পরিবার।ধীরে ধীরে শঙ্কর-জ্যোৎস্না দম্পতির দুই কন্যা সন্তান বড় হতে থাকে।গত ছয় বছর আগে বড় মেয়ে কে পার্শ্ববর্তী পাড়ার

জয়দেব মন্ডলের সাথে বিয়ে দেয়। জামাই ও মৎস্যজীবী।দুর্ভাগ্য এক সময় গত পাঁচ বছর আগে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে পড়ে জয়দেব। সেই সময় বাঘের আক্রমণ থেকে জামাই কে উদ্ধার করে গ্রামে নিয়ে আসেন জ্যোৎস্না। কিন্তু প্রাণে বাঁচাতে পারেন নি।এরপর দুঃখ,যন্ত্রণা নিয়ে চলছিল দরিদ্র শী পরিবারের। ছোট মেয়ে রুম্পা স্থানীয় ভুবনেশ্বরী জয়কৃষ্ণ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী।খরচ ও বেড়ে চলেছে শী পরিবারের। একমাত্র আয় বলতে মাছ-কাঁকড়া ধরা।ফলে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে দীর্ঘ ২৬ বছর খেয়াতরী বেয়ে চলেছে এযুগের দুর্গা জ্যোৎস্না শী।

শী পরিবারে বুকে মহাবিপর্যয় নেমে আসে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে।গত ৩ এপ্রিল সুন্দরবন জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন জ্যোস্না দেবীর স্বামী শঙ্কর। তিনি জঙ্গলে যাবেন না বলে একাধিকবার নিষেধ করেছিলেন স্বামীকে। কিন্তু অভাব অনটনে যদি ১০০ টাকা আয় হয়।ফলে বাধা দিয়েও স্বামী কে সাথে নিয়ে সুন্দরবন জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে রওনা দিয়েছিলেন সেদিন।স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাদের নৌকা রেখে কাঁকড়া ধরার সুদ ফেলছিলেন।ঘটনাচক্রে একটু বেশি কাঁকড়া ধরার আশায় দূরে একটি খাড়িতে চলে যায় জ্যোৎস্না।এরপর ফিরে আসতেই চোখের সামনে দেখতে পায় স্বামী কে বাঘে ধরেছে। টানতে টানতে এক লহমায় গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বাঘ।স্বামীর করুণ পরিস্থিতি দেখে হতভম্ব হয়ে যায়।স্বামী একবারই করুণস্বরে জানিয়েছিল জ্যোৎস্না তুমিই আমাকে বাঁচাও'।তিনি তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেন। আমাকে বেঁচে থাকতে গেলে স্বামীকে যেভাবেই হোক বাঘের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে।মুহূর্তেই খালি হাতে এক লাফে বাঘের পিঠে চড়ে বসেন এযুগের দুর্গা।স্বামীকে উদ্ধার করতে বাঘের মুখ,কান,গোঁফ ধরে পাক দিতে থাকেন। বাঘও তার শিকার ছাড়তে নারাজ।মিনিট কুড়ি লড়াইয়ের পর একসময় বাঘের দুই কানে স্বজোরে হাতের আঙুল ঢুকিয়ে পাক দিতে থাকে।রণে ভঙ্গ দেয় রুদ্রমূর্তির বাঘ। শিকার ছেড়ে হুঙ্কার করতে থাকে।তবে জীবন্ত রণমূর্তি এযুগের দুর্গার সামনে দ্বিতীয়বার আর আক্রমণ করার সাহস দেখায়নি সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার।স্বামী কে উদ্ধার করে নৌকায় তোলার জন্য একাধিক হাঁকডাক করলেও অন্যান্য মৎস্যজীবীরা কেউ এগিয়ে আসেনি। কোনও রকমে স্বামীকে নিয়ে নৌকার কাছে আসে।স্বামীকে নৌকায় তুলতে গিয়ে বেসামাল হয়ে নদীতে পড়ে জলে ডুবে যায় জ্যোৎস্নার স্বামী। আবারও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনও রকমে স্বামীকে বাঁচিয়ে নৌকায় তোলেন। এরপর দ্রুত গতিতে নৌকার দাঁড় বেয়ে গ্রামের ঘাটে এসে প্রতিবেশীদের খবর দেয়। তারাই রক্তে ভেসে যাওয়া শঙ্করকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়।সেখান থেকে আবার কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস পর স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন জ্যোস্না দেবী। স্বামী সুস্থ হলেও তার বাম হাত একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছে।পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী এমন করুণ পরিস্থিতিতে কী ভাবে বাঁচবেন শী পরিবারে অন্যান্য সদস্যারা সেই চিন্তায় ঘুম উবে গিয়েছে এযুগের দুর্গা জ্যোৎস্না দেবীর।মেধাবী মেয়েরও পড়াশোনা বন্ধ হয়েগিয়েছে।আহত শঙ্করের দাবি আমার প্রথম জন্মদাতা আমার গর্ভধারিণী মা সরস্বতী দেবী। পুনঃজন্ম দিয়েছে আমার স্ত্রী।চিকিৎসা খরচ জোগাতে কী করবেন সেই লড়াইয়ে সামিল হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন শঙ্কর।তার আরো দাবি মাতৃরূপের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তার পরিবারের পাশে দাঁড়াবেই।

আহত শঙ্করের স্ত্রী ও কন্যা একই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলেছেন দিদি আমাদের বাঁচান। না হলে মৃত্যু ছাড়া কোনও রাস্তা নেই।

বর্ষণে সমস্যায় শোলা শিল্পীরা

প্রথম পাতার পর

এখন দাম বেড়ে যাওয়ায় বিষ্ণুপুরের বাগীরহাট থেকে শোলা আসে। অন্য সরঞ্জাম আসে বড় বাজার থেকে। করোনার প্রথম বছর খুব অসহায় অবস্থায় কেটেছে। তবে এবারের পুজোয় ভালো চাহিদা আছে। অর্চনা মালাকার ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, সরকারিভাবে তাদের কোনো প্রশিক্ষণ বা অনুদান দেওয়া হয়নি। এমনকি আর্টিজেন বা শিল্পী কার্ডও তারা পাননি। গৌতম মালাকার নামে এক যুবক জানালেন, তার বাবা যুগল মালাকার শোলা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি পারিবারিক পেশার ওপর ভরসা রাখতে পারেননি, তিনি এখন ফটোগ্রাফির ব্যবসা করেন।

ননী গোপাল মালাকার টোপর তৈরি করছিলেন ভাঙা চোরা জীর্ণ ঘরে বসে। তিনি জানালেন, আগের মতো শোলা পাওয়া যাচ্ছে না, চাহিদা অনেক বেড়েছে। আমাদের পুঁজি কম। এখন অনেক অমালাকার লোকজন এই শিল্পে থাবা বসাচ্ছেন। তাই আমরা সমস্যায় আছি। তিনিও ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, সরকারী অনুদান তো দূরের কথা, ঘরে চালে চাপানোর জন্য একটা ত্রিপলও পাইনি। এই গ্রামের শিল্পীরা মূলতঃ বাখরাহাট, আমতলা, বেহালা, কালীঘাটে জিনিসপত্র সরবরাহ করে। এই শোলা শিল্পের গ্রামটি পড়ে সাতগাছিয়া বিধান সভা কেন্দ্রের মধ্যে। শোলা শিল্পীদের সমস্যা প্রসঙ্গে বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর জানালেন, আমাকে লিখিত ভাবে ওই গ্রামের শিল্পীরা তাদের সমস্যার কথা জানালে বা দেখা করলে নিশ্চয় সমস্যার সমাধান হবে। প্রসঙ্গত আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচুগোপাল মাজী তাঁর নদাখালী-বিষ্ণুপুরের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ''বিষ্ণুপুর থানার শোলা শিল্পী মালাকারদের কথা'' শীর্ষক একটি নিবন্ধে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন।

অন্ধকারে বিচার প্রার্থীরা

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও আছে রেন্ট কন্ট্রোল, কনজিউমার প্রোটেকশন কোর্ট, বলতে গেলে সব মিলিয়ে একটা বিশাল জুডিশিয়ারি জাহাজ। এখানে জেলা আদালত সহ সমস্ত মহকুমা আদালতগুলি মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষাধিক মামলা জমে রয়েছে।'

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আইনজীবী সংগঠনের সম্পাদক আইনজীবী চন্দ্রশেখর দে বলেন, 'কোভিড ১৯, এই প্যানডেমিক পরিস্থিতিতে একদিকে লকডাউন, অন্যদিকে দুর্বিষহ অর্থসঙ্কট, এতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে একপ্রকার অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। কারণ ট্রেন-বাস যেমন ঠিকমতো চলছে না, তেমনই মহামারীর আতঙ্কে কাজ হারিয়েছেন অনেকেই। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও বিচারপ্রার্থীরা দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হচ্ছে। এমনিতেই বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বহু মামলা আগে থেকেই জমে রয়েছে। তার উপর লকডাউনের কারণে তা পাহাড় প্রমাণ হয়েছে। এর ফলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ যেমন আস্থা হারাচ্ছে, তেমনই আদালতের প্রতিও একটা অনীহা তৈরি হচ্ছে তাদের। এখানে বহু কোর্ট ভ্যাকান্ট হয়ে যাচ্ছে এই জেলার বিভিন্ন আদালতে। সাতজন বিচারক বদলি হয়ে যাচ্ছেন। সেই সব শূন্য স্থানে এখনও কোনও বিচারক নিয়োগ হননি। শুধু নোটিশের পর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। অথচ মহামান্য উচ্চ আদালত এ ব্যাপারে উদাসীন। ফলে যেমন বিচারপ্রার্থীরা ঠিমতো বিচার পাচ্ছে না, তেমনই আইনজীবীরাও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। পাশাপাশি এই মহামারী পরিস্থিতিতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে টিকাকরণ নিয়েও। এখানে দু'তিন দিন ধরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করোনা ভ্যাকসিনেশনের ক্যাম্প করা হলেও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট অপ্রতুল। ফলে কোভিড আতঙ্ক থেকে যাচ্ছে জনমানসে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র রাজ্য উভয় সরকারই উদাসীন। কয়েকমাস হল মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম)-এর মৃত্যু হওয়ায় পদটা খালি হয়। তার শূন্যস্থান আজও পূরণ হয়নি।'

পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক পবিত্র দাস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমাদের বিচার ব্যবস্থা এখন প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বিচারপ্রার্থীরা অনেক আশা ভরসা নিয়ে এসেও দিনের পর দিন বিমুখ হয়ে ফিরে যায়। কোর্টের নির্দেশকে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশকে অমান্য করতে দেখা যায়। মামলার জমে থাকার ব্যাখ্যাটা অত্যন্ত জটিল। কারণ অনেক সময় যে কেসগুলো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত, সেগুলো প্রশাসনিক কারণে শেষ হয় না। যেমন, মিউচুয়াল ডিভোর্স। তিন-চার বছর ধরে ঝুলে থাকার কথা নয়। নাবালকের অভিভাবকত্বের মামলা, শিক্ষার বা চিকিৎসার কারণে কোনও সম্পত্তি বিক্রি করতে হচ্ছে। তার জন্য আইনি অনুমোদন পেতে এত সময় লেগে যায়, যে চিকিৎসার অভাবে নাবালকটির মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যায়। এইসব প্রসেসিংগুলো দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। সিভিলের কিছু মামলা, যেমন পার্টিশন স্যুট, যে মামলাগুলোর সুলেনামা হচ্ছে অর্থাৎ মিউচুয়াল হয়ে যায়, সেগুলোকেও অকারণে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। তবে কিছু মামলা আছে, যেগুলো তদন্তের জন্য সময় লাগে, সেগুলো তো ভিন্ন। কিন্তু যে মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আদালতের হাতে সুপ্রিম পাওয়ার আছে, সেগুলোর জন্য দীর্ঘসূত্রিতা বিচার প্রার্থীদের হতাশ করে। এসব কারণে মানুষের আদালতের প্রতি, বিচারব্যবস্থার প্রতি অনীহা আসছে ক্রমশ।

বিচার ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী উমাপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া হল, 'গোটা সিস্টেমটারই বিসমিল্লায় গলদ অর্থাৎ গোড়ায় গলদ। কারণ বিচার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও বিচার বিভাগীয় পরিচালনার জন্য জুডিশিয়ারিকে সেই ব্যুরোক্রাসির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কেননা বিচার বিভাগের নিজস্ব কোনও ফিন্যান্স বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং ফোর্স অর্থাৎ পুলিশি ব্যবস্থা নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই দুটো হচ্ছে মূল উপাদান। একারণে জুডিশিয়ারির কথা কেউ শুনছে না। এক্ষেত্রে আদালত অবমাননার মামলা হয়। বেশ কয়েক বছর চলার পর ন্যূনতম জরিমানা দিয়ে রেহাই হয়ে যায়। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে বিমান বসু, সুপ্রিম কোর্টে প্রশান্ত ভূষণ। আসলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে রাখার মূল চাবিকাঠি হল, পুলিশ প্রশাসন। আর এটাকেই নিয়ন্ত্রণ করছে স্কুল কলেজ ফাঁকি দেওয়া কতকগুলো লোক।' জমে থাকা মামলা নিষ্পত্তি করণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর আরো ম্যালিম্যাট কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, প্রতি দশ হাজার মানুষ পিছু একজন বিচারক থাকা উচিত। সেই হিসেবে যার কুড়ি ভাগের একভাগও আমাদের দেশে নেই। এছাড়াও কলকাতা হাইকোর্টে দেখা যায়, প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বিচারপতি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। এক কথায় বলা যায়, আমাদের দেশ ও রাজ্যে বিচার ব্যবস্থা অবহেলিত।' সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে উমাপদবাবু বলেন, 'আগামী ৪ অক্টোবর আইনি রূপরেখা নিয়ে আমাদের উভয় বারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি মিটিং আছে। তারপর বিষয়টা নিয়ে বলা যেতে পারে।' উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আদালতের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা যায়নি।

ব্যবধান কী বাড়বে?

প্রথম পাতার পর

যদিও শাসক দলের বিরুদ্ধে সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের অভিযোগ তুললেও বিজেপি কিন্তু জয়ের ব্যাপারে তাদের আস্থা পোষণ করে চলেছে। তবে আরও একটি বিস্ময়ের ঘটনা হল গত বিধানসভা ভোটের পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যে তৃণমূল বারংবার সোচ্চার হয়েছে তারা কিন্তু কোনও অভিযোগ তোলেনি। শাসকের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে এক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে রাজ্য বিজেপি। যদিও দিলীপ ঘোষের পথে না হেঁটে অনেকটাই রক্ষণাত্মক লেগেছে নব নির্বাচিত সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ভূমিকা। সেটা নতুন কোনও স্ট্র্যাটেজি কীনা তা জানার জন্য অতি অবশ্যই আর কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

আগ্রহ নেই নবীনদের

প্রথম পাতার পর

কিন্তু প্রচলিত ধারার প্রতিমা নির্মান খড়-বিচালি, বাঁশ, কাদার দলাকে এক করে ধীরে ধীরে রূপ দেওয়ার যে কাজ তাতে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না কমবয়সীদের। ফলে এখন কুমোরটুলির শিল্প বেঁচে রয়েছে মূলত প্রৌঢ় ও প্রবীণদের হাত ধরে। এই প্রজন্ম গত হলে বা কাজ করতে অক্ষম হলে তারপরে কী হবে। তা নিয়ে কোনও আশার আলো নেই। ভদ্রেশ্বর বাজারের কাছে পটুয়া পাড়ায় প্রবীণ মৃৎশিল্পী রবীন পাল। তিনি জানান, এই কাজে নবীন ছেলেদের খুব একটা আগ্রহ নেই। বর্তমানে এই কাজে অনেকেই পেশা হিসাবে নেবে না। এখন বিভিন্ন জেলা থেকে আনা কারিগরদের দিয়েই চলে তাঁর কাজ। আবার অনেকে ভালো পড়াশোনা করে অন্যত্র চাকরি করতে চলে যাচ্ছে। সুতরাং বংশপরম্পরায় মাটির মূর্তি গড়ার কাজ করার কোনও বাসনা নেই। তাই পরবর্তী প্রজন্মের কেউ থাকবে না। তবে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। কিছু শিল্পীর ছেলেরা পুরোপুরি এই কাজের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এমন ঘটনা বিরলই বলতে হবে এখনকার সর্বত্র কুমোরটুলিতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের রুচি চাহিদা বদলে যাচ্ছে। প্রতিমা নির্মাণ ও তার বিপণনেও নানা পরিবর্তন এসেছে। এখন যেমন ফাইবারের মূর্তি তৈরি করে থাকেন বহু শিল্পী আবার বিদেশে একচালার দুর্গা প্রতিমা পাঠানোর সংখ্যাও বাড়ছে। তাই নতুন প্রজন্ম মাটির কাজে এখন আগ্রহ না দেখালেও কাজটি অর্থকরী হলে নতুন প্রজন্ম ধীরে ধীরে এই শিল্পে কাজ করতে আসবে বলে আশা প্রকাশ করছেন অনেকে।

জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিকের করণ
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন ১২৭-গোসাবা (তপশিলী জাতি) বিধানসভা ক্ষেত্রের উপ-নির্বাচনে ২০২১এর পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ১২৭ গোসাবা (তপশিলী জাতি) বিধানসভা ক্ষেত্রের অধিবাসীবৃন্দ যাতে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট আদেশ ও জেলা মূল্যায়ণ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১২৭-গোসাবা (তপশিলী জাতি) বিধানসভা ক্ষেত্রের সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রধারী ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রটি স্থানীয় থানায় অবশ্যই নির্দিষ্ট রশিদের বিনিময়ে ১০/১০/২০২১ তারিখের মধ্যে সত্বর জমা করেন। এই সংক্রান্ত একটি নোটিশ স্থানীয় থানার মাধ্যমে সকল লাইসেন্সধারীদের পাঠানো হবে। যদি কোন লাইসেন্সধারী নোটিশ না পেয়ে থাকেন, তাহলে স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করবেন।

১২৭-গোসাবা (তপশিলী জাতি) বিধানসভা ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা যেমন ব্যাঙ্ক বিপণন কেন্দ্র, কারখানা ইত্যাদি অথবা যদি কোন ব্যক্তি রক্ষীর কাজ করেন, তাহলে তিনি যে এজেন্সী মারফত যুক্ত আছেন, তার সমস্ত যথাযোগ্য প্রমাণ সহ নির্দিষ্ট থানার মাধ্যমে অব্যাহতির জন্য আবেদন পত্র, অস্ত্র বিভাগ, জেলা শাসকের করণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিকট ১০/১০/২০২১ তারিখের আগে জমা করবেন। ১২৭-গোসাবা (তপশিলী জাতি) বিধানসভা ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদনকারীরা নির্দিষ্ট থানার মাধ্যমে তাদের আবেদন পত্র, অস্ত্র বিভাগে জেলা শাসকের করণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা এর নিকট ১০/১০/২০২১ এর আগে জমা করবেন।

কেউ যদি এই নির্দেশের অন্যথা/অবমাননা করেন, তাহলে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমস্ত জমাকৃত লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ১২৭-গোসাবা (তপশিলী জাতি) বিধানসভা ক্ষেত্রের উপর নির্বাচন ২০২১ এর ফল প্রকাশের এক সপ্তাহ পর ফেরত দেওয়া হবে।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আদেশানুসারে
জেলাশাসক ও জেলানির্বাচন আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৪৪৬৮ (৫)/ডিআইসিও/দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০.০৯.২১

লেন্স বার্তা

পর্ণশ্রী গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার। ওয়ার্ড নম্বর – ১৩২ ছবি : অরুণ লোধ

অতি বৃষ্টিতে পুকুর এর জল উঠে এসেছে প্যাণ্ডেলে

বৃষ্টি আর থামছে না তাই ছাতা হাতে উমা ছবি : অভিজিৎ কর

রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলের উৎস সন্ধানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেহেতু তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণে করে সরকার গঠন করে, নীতি প্রণয়ন করে এবং সে কারণে সুশাসন ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য তারা দায়বদ্ধ থাকে। ভোটারদের কাছে পৌঁছতে, তাদের লক্ষ্য বা নীতি ব্যাখ্যা করতে এবং জনগনের কাছ থেকে মতামত গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির অর্থের যোগানের প্রয়োজন। কিন্তু কোথা থেকে তারা তহবিল সংগ্রহ করবে।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করা রাজনৈতিক দলগুলির আয়কর ও অনুদানের বিবৃতি গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এই তহবিল গুলির উৎস সকল মূলত অজানা থেকে গেছে। বর্তমানে, রাজনৈতিক দলগুলিকে যে ব্যক্তি বা সংস্থা ২০ হাজার টাকার কম অনুদান দিচ্ছে বা যারা ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে দান করেছেন, তাদের নাম প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। ফলস্বরূপ, ৭০ শতাংশের বেশি তহবিল শনাক্ত করা যায় না এবং এটি অজানা উৎস থেকে আসে। যেহেতু, জুন ২০১০ সালে 'সিআইসি'র রায়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় আনা হলেও তারা এখনও সেই সিদ্ধান্ত মেনে চলেনি। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান আইনের অধীনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনা সম্ভব নয় এবং এটি শুধুমাত্র তথ্য জানার অধিকার আইন যা নাগরিকদেরকে সব তথ্য দিয়ে অবগত রাখতে পারে।

এই বিশ্লেষণের জন্য সাতটি রাজনৈতিক দলকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। দলগুলি হল – বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিআইএম, এনসিপি ও বিএসপি। বিএসপি ঘোষণা করেছে যে স্বেচ্ছা অনুদান (২০ হাজার টাকার উপরে বা নীচে) হিসাবে কুপন বা বন্ড বিক্রি বা আয়ের অজানা উৎস থেকে তারা কোনও তহবিল পায়নি। ২০১৯ – '২০ অর্থবর্ষে এই জাতীয় রাজনৈতিক দলের মোট আয় হয় ৪৭৫৮.২০৬ কোটি টাকা। বিজেপি দলের আয় ৩৬২৩.২৮ কোটি টাকা, আইএনসি–র আয় ৬৮২.২১ কোটি টাকা, সিপিআইএম – র আয় ১৫৮.৬২ কোটি টাকা, এআইটিসি – র আয় ১৪৩.৬৭৬ কোটি টাকা। পরিচিত দাতাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক দলগুলির মোট আয় (নির্বাচন কমিশনে দলগুলির জমা দেওয়া প্রতিবেদন থেকে পাওয়া বিবরণ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস দ্বারা এখানে বিশ্লেষণ) : ১০১৩.৮০৫ কোটি টাকা (বিজেপি দলের আয় ৭৮৫.৭৭ কোটি টাকা, আইএনসি দলের ১৩৯.০১৬ কোটি টাকা, সিপিআইএম দলের আয় ১৯.৬৯৩৫ কোটি টাকা, এআইটিসি দলের আয় ৮.০৮৩৫ কোটি টাকা), যা দলগুলির মোট আয়ের ২১.৩১ শতাংশ। অন্যান্য পরিচিত উৎস থেকে রাজনৈতিক দলগুলির মোট আয় (যেমন – সম্পদ বিক্রয়, সদস্যপদ ফি, ব্যাংকের সুদ, প্রকাশনা বিক্রয়, দলীয় শুল্ক ইত্যাদি) : ৩৬৬.৯৯১ কোটি টাকা, বা মোট আয়ের ৭.৭১ শতাংশ। অজানা উৎস থেকে রাজনৈতিক দলগুলির মোট আয় (আয়কর দাখিল উল্লেখিত আয় যার উৎস অজানা) : ৩৩৭৭.৪১ কোটি টাকা (বিজেপি দলের আয় ২৬৪২.৬৩ কোটি টাকা, আইএনসি দলের আয় ৫২৬ কোটি টাকা, সিপিআইএম – র আয় ৮১.৩২ কোটি টাকা, এআইটিসি দলের নির্বাচনী বন্ড বিক্রি করে আয় ১০০.৪৬৪৬ কোটি টাকা), যা দলগুলোর মোট আয়ের ৭০.৯৮ শতাংশ। অজানা উৎস থেকে আয় ৩৩৭৭.৪১ কোটি টাকার মধ্যে, নির্বাচনী বন্ড থেকে আয়ের অংশ : ২৯৯৩.৮২৬ কোটি টাকা বা ৮৮.৬৪৩ শতাংশ।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের পর্যবেক্ষণ – ১) আর্থিক বছর ২০০৪ – '০৫ এবং ২০১৯ – '২০ এর মধ্যে, জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি অজানা উৎস থেকে ১৪,৬৫১.৫৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ২) ২০১৯ – '২০ অর্থবর্ষে, বিজেপি অজানা উৎস থেকে আয় হিসাবে ২৬৪২.৬৩ কোটি টাকা ঘোষণা করেছে। যা অজানা উৎস থেকে জাতীয় দলের মোট আয়ের (৩৩৭৭.৪১ কোটি টাকা) ৭৮.২৪ শতাংশ। বিজেপির এই আয় অন্যান্য ছ'টি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত অজানা উৎস থেকে মোট আয়ের (৭৩৪.৭৮ কোটি টাকা) থেকে ৩.৫ গুণ বেশি। ৩) জাতীয় কংগ্রেস অজানা উৎস থেকে আয় হিসাবে ৫২৬ কোটি টাকা ঘোষণা করেছে। যা অজানা উৎস থেকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মোট আয়ের ১৫.৫৭ শতাংশ। ৪) অজানা উৎস থেকে আয় হিসাবে ৩৩৭৭.৪১ কোটি টাকার মধ্যে, নির্বাচনী বন্ড থেকে আয়ের অংশ ২৯৯৩.৮২৬ কোটি টাকা বা ৮৮.৬৪৩ শতাংশ। ৫) অর্থ বর্ষ ২০০৪ – '০৫ এবং ২০১৯ – '২০ এর মধ্যে কুপন বিক্রি করে জাতীয় কংগ্রেস এবং এনসিপি'র সম্মিলিত আয় ৪০৯৬.৭২৫ কোটি টাকা। ৬) অনুদানের রিপোর্ট অনুযায়ী (২০,০০০ টাকার উপরে অনুদানের বিবরণসহ), ২০১৯ – '২০ অর্থ বর্ষে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি নগদ ৩.১৮ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছেন।

আদিত্য আকাদেমি এবং নালন্দা লার্নিং সিস্টেম এক অভিনব অনলাইন স্কুলের শুরু করবার কথা জানালেন ২৭ সেপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবে। এটি মূলত প্রি–স্কুল ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী বাচ্ছাদের জন্য। বাচ্ছাদের ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য তাঁরা বদ্ধ পরিকর বলে জানান আদিত্য আকাদেমি গ্রুপের চেয়ারম্যান অনির্বাণ আদিত্য। ছবি : উৎপল রায়

পিতৃপক্ষে শহিদ তর্পণে শুরু হল স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু যুব কেন্দ্র সংস্থানের দক্ষিণ কলকাতা শাখা স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছিল ১ অক্টোবর। এই অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিল চেতলার হিন্দ সংঘ। স্বাধীনতার দু'বছর আগে এই ক্লাবের আত্মপ্রকাশ ঘটে শরীরচর্চার অঙ্গীকার নিয়ে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত করার জন্য। সেই মর্মে এই বছর স্বাধীনতা ৭৫ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে শরীর সুস্থ রাখতে দেশের কাজে নিয়োজিত করবার জন্য যুব সমাজকে আহ্বান করেছে। এই ওয়েবিনারে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোর্তিময়ী ঘোষের সংগ্রামের কথা আমরা শুনি তার কারাবরণের ঘটনা এবং কিভাবে তিনি বিপ্লবীদের ওতোপ্রতো ভাবে সাহায্য করতেন তা তিনি ব্যক্ত করেন। সঙ্গে ছিলেন তার পুত্র শঙ্কর ঘোষ। এরপর নেতাজি বিশেষজ্ঞ তথা আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, আন্দামানে সেলুলার জেলের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নির্বাসিত করা হয়েছিল কিন্তু তাদের কোনো পরিচয় আমরা ইতিহাসের পাতায় বা ইতিহাসের বইতে পাইনা। সেইসব সংগ্রামীদের পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। এছাড়াও তিনি ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জের ব্রিটিশ সরকার যেভাবে হত্যালীলা করেছিল সেইসব সংগ্রামীদেরকেও তর্পণ করেন তিনি। আইনজীবী তথা ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির মার্গদর্শক অমিতাভ সেন বলেন, ইতিহাস আমাদের ভিত্তি ইতিহাসকে জানা আমাদের কর্তব্য তাহলেই আমাদের ভিত্তি আরো শক্ত হবে তবেই এর ওপর দেশ গড়ে

উঠতে পারবে। সুদূর বাংলাদেশ থেকে এই ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন গবেষক তথা ভারত সরকারের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী কমিটির সদস্য আশরাফুল ইসলাম। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ঝিকরগাছায় নির্মমভাবে আজাদী সৈন্যদের হত্যা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। যদিও সেই সময় সেটা ছিল ভারতের মধ্যেই। তাদের কেউ তর্পণ করা হয় এই অনুষ্ঠানে। সমাজের যুবদের মুখ গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন যুবদেরকে এগিয়ে আসতে হবে সংগ্রামীদের জানবার জন্য এবং আমরাই পারবো নতুন ভারত গড়তে। হিন্দ সংঘের পক্ষ থেকে দেবজিৎ বোস সংঘের পরিচয়ের মাধ্যমে স্বাগত ভাষণ দেন। নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী ক্লিন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এর শুভ সূচনা করেন তিনি বলেন সমাজকে সাফসুতরো রাখলে আমাদের মন পরিষ্কার থাকবে, আমরা ভালো কাজে এগিয়ে যেতে পারব। তিনি সকলের কাছে আবেদন করেন প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার।

কলকাতায় মেগা ফিট ইন্ডিয়া রান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় সংগঠিতভাবে ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রানের পর দক্ষিণ কলকাতা নেহেরু যুব কেন্দ্র পক্ষ থেকে মেগা সুইট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রানের আয়োজন করা হয় দক্ষিণ কলকাতার সাউদার্ন এভিনিউ তে এই অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিল স্বর্ণ ফাউন্ডেশন এবং স্কাউট সাউদার্ন এভিনিউ মাঠের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কলকাতায় সেনাবাহিনীর নিয়োগ অধিকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল গগনদীপ সিং, এসএসবি কলকাতার কমান্ডিং অফিসার মিস্টার রাউত,

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য, স্বর্ণ ফাউন্ডেশনের প্রধান অজিত কুমার ভার্মা সহ আরো অনেকে। উদ্বোধনী ভাষণ এর মাধ্যমে সকলকে বরণ করে নেন নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার প্রধান আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী। অতিথিদের ভাষণ দেওয়ার পর কাউকে তরফ থেকে অতিথিদেরকে প্যারেড এবং স্যালুটের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। তারপর বন্দেমাতারাম ধ্বনিতে দৌড় এর মাধ্যমে এলাকা প্রদক্ষিণ করে যুবকরা। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনায় ছিল রাহুল। সবশেষে সকলের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন সকল অতিথিরা। সকল অতিথিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ–তিতিক্ষার কথা মনে করেন এবং যুব যুবাদের দেশের কথা চিন্তা করা এবং দেশের জন্য এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন এজন্য প্রয়োজন শরীর সুস্থ রাখার তারা বলেন ৩০ মিনিট অন্তত শরীর সুস্থ রাখার জন্য করতে হবে ব্যায়াম যোগা দৌড়াতে হবে সকলকে।

অনলাইনেও দরদাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের স্বীকৃত এ.আই সংস্থার মাধ্যমে অনলাইনে কেনাকাটায় এক অভিনব সংযোজন করছে বারগেইন বিজস। যে কোনো জিনিসের ওপর যে দাম দেখানো থাকবে সেই দামের ওপর যেমন আমরা দোকানে গিয়ে আমাদের পকেট সুলভ দাম হাঁকাই তেমনই আমরা এই অনলাইন মাধ্যমে হাঁকাতে পারব। যদি সেই দামের মধ্যে তারা দিতে পারেন তাহলে কোরিয়ারের মাধ্যমে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সেই জিনিসটি। এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অতনু কর জানান, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসার সাথে গ্রাহকের সরাসরি মেলবন্ধন ঘটবে। এই অনলাইন মাধ্যমে থাকবে ভারতের এবং বাংলার হস্তশিল্প এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র। ড. সুদীপ বোস আর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলেন, তাদের

মূল লক্ষ্য হলো ভারতের গ্রাম বাংলার এইসব শিল্পকে সারা পৃথিবীর কাছে তুলে ধরা এবং যারা এর মাধ্যমে ছোটখাটো ব্যবসা করছে তাদের ব্যবসাকে বৃদ্ধি করা এবং যারা এসব জিনিস তৈরি করে বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছে না তাদেরকেও সাহায্য করবে বলে মনে করছে এই সংস্থার সকলে।

বগুড়া–সিরাজগঞ্জ রেলপথ নির্মাণে বাংলাদেশ–ভারত চুক্তি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা: সিরাজগঞ্জ–বগুড়া রেলপথ নির্মাণে পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার, বাংলাদেশের রেল ভবনে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কে দোরাইস্বামীর উপস্থিতিতে এ সংক্রান্ত চুক্তি সই হয়।

চুক্তি অনুযায়ী, ৯৭ কোটি ৫৬ লাখ টাকার বিনিময়ে ভারতের আরআইটিইএস লিমিটেড নেতৃত্বাধীন যৌথ প্রতিষ্ঠান 'রাইটস ইন্ডিয়া লিমিটেড' এবং 'আরভি ইন্ডিয়া' এই প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন (ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট) হালনাগাদ, পূর্ণাঙ্গ নকশা এবং টেন্ডারের নথিপত্র প্রস্তুত করবে। এ ছাড়া, রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প কাজের বাস্তবায়ন শুরু হলে তদারকিও করবে প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রায় পাঁচ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া পর্যন্ত ৮৬ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করবে। এখানে ৮৬ কিলোমিটার মেইন লাইন ও ১৬ কিলোমিটার লুপ লাইন নির্মিত হবে।

আগামী ১৩ মাসের মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। এরপর লাইন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করাসহ অন্যান্য কাজ শুরু হবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রণালয় জানায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক মো. আবু জাফর মিঞা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আরআইটিইএস লিমিটেডের পক্ষে এর ব্যবস্থাপনা

পরিচালক সঞ্জয় আগারওয়াল চুক্তিতে সই করেন।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, নতুন এ রেল লাইনের মাধ্যমে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হবে, সময় কমে যাবে। বর্তমানে ঢাকা–রংপুর বিভাগের জেলাতে ট্রেন যায় পাবনার ঈশ্বরদী ঘুরে বগুড়ার সান্তাহার হয়ে। এ কারণে শত কিলোমিটার বাড়তি পথ পাড়ি দিতে হয় উত্তরের যাত্রীদের। ঢাকা–বগুড়ার বর্তমান দূরত্ব ৩২৪ কিলোমিটার। নতুন রেলপথ নির্মাণ হলে এই দূরত্ব কমে হবে ২১২ কিলোমিটার। ১১২ কিলোমিটার দূরত্ব কমায় আশা করা হচ্ছে অন্তত তিন ঘণ্টা সাশ্রয় হবে। আমাদের এ কাজে ভারত এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ভারতের বিভিন্ন সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার রেল উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তিনটি এলওসির মাধ্যমে ভারত সরকার রেলওযেতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি। ভারতের সঙ্গে বন্ধ থাকা সব কয়টি রেললাইন চালু করা হচ্ছে। দুদেশের মধ্যে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া, ভারত আমাদের ক্যাটারিং সার্ভিসের উন্নয়নসহ ট্রেনিং ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। আমাদের রেলের লোকবলকে তারা প্রশিক্ষণ দেবে বলেও জানিয়েছে। তিনি জানান, খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত নতুন লাইন নির্মাণ, ঢাকা–টঙ্গী তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন নির্মাণ, টঙ্গী–জয়দেবপুর ডাবল লাইন নির্মাণ, সিরাজগঞ্জ–বগুড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ, পার্বতীপুর–কাউনিয়া পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ, খুলনা–দর্শনা, কুলাউড়া–শাহবাজপুর নতুন রেলপথ নির্মাণ, সৈয়দপুর কারখানার আধুনিকায়ন প্রকল্প ভারতীয় অর্থায়নে হচ্ছে। ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বলেছেন, ভারত–বাংলাদেশ একই সূতোয় বাঁধা। বাংলাদেশ রেলে উন্নয়নে ভারত সরকার বিশেষভাবে অবদান রাখবে। আগামীতেও যেকোনো উন্নয়নে অবদান রাখবে। আর্থিকভাবে উন্নয়নের কারণে ভারত - বাংলাদেশ উভয় দেশ উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া, দু দেশের মধ্যে শীঘ্রই পর্যটন ভিসা চালু করা হবে বলেও জানান দোরাইস্বামী।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রেল সচিব সেলিম রেজা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং রাইটস ইন্ডিয়া লিমিটেডের পরিচালক অনিল ভিজ। চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ছয় মাসে প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা করবে এ দুই প্রতিষ্ঠান।

কবিতা লিখছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পি সি সরকার (জুনিয়র), তপনদেব চট্টোপাধ্যায়, দীপ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলি ও আরও অনেকে
বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন
ড. দীপককুমার বড় পন্ডা
বাংলা ছবিতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব লিখছেন : ড. শঙ্কর ঘোষ
আন্দামানে যেসব শহিদদের মনে রাখেনি তাঁদের মনে করাচ্ছেন
ড. জয়ন্ত চৌধুরী
ভগবানের ঠিকানার খোঁজ দিলেন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
রোমহর্ষক জীবনের রোমহর্ষক সত্য কাহিনী পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন
অরিন্দম আচার্য
আসছে....

পোর্সেলিনের পুতুল দুর্গার
পরিচয় করাচ্ছেন উজ্জ্বল সরদার
রম্যরচনায় সুকুমার মণ্ডল
বিশ্বমানবতা ও ভারতবর্ষ
শ্যামল সেন
বিভিন্ন স্বাদের গল্পে আছেন
সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থসারথি গুহ, প্রণব গুহ ও আরও অনেকে
এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে। যোগাযোগ : ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com